মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

।। নিবেদন ।।

প্রায় একশো বছর ধরে এই বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদী আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব সারা বিশ্বেই শ্রমজীবী মানুষের মনেপ্রাণে এক নবজাগরণের সূচনা করে। অল্পদিনের মধ্যেই পরাধীন ভারতবর্ষেও এই বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ে। বহু টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে আজও আমাদের দেশে সেই উত্তাল তরঙ্গের প্রভাব সঞ্চারিত হয়ে আছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও মার্কসবাদী-পথ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্রষ্টাদের অন্যতম মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। তাঁর জীবনকথা একটি প্রবহমান গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং মার্কসবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির এমন কোনো সভ্য নেই যিনি 'কাকাবাবু' নামে পরিচিত এই অসামান্য তেজী এবং ত্যাগী মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি অনেকেই, অনেকে তাঁকে ত্যাগ করেছেন এবং তিনিও অনেককে ত্যাগ করেছেন। নীতির দ্বন্দ্বে পথ হয়েছে ভিন্নমুখী তবু ব্যক্তি মানুষটির ঋষিপ্রতিম জীবনচর্যা সবাইকে শ্রদ্ধাবনত করে। 'কাকাবাবু' নামটির মধ্যে তাঁর অনুজ পার্টিকর্মীরা একটি অবিচল আদর্শের মূর্ত প্রতীক খুঁজে পেতেন। আজকের দিনে তাঁর নিজের দলের নবীন কর্মীদের কাছেও তিনি যে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক তা তাঁর জীবনেতিহাস না জানলে বোঝা যাবে না। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই এমন বহু মানুষও তাঁকে আপনজন বলে মনে করতেন। নজরুল-প্রতিভা আবিষ্কার ও তার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলা সাহিত্যপ্রেমীরা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছে ঋণী।

সমাজ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, আবার ব্যক্তি সমাজ পরিবর্তনের ঋত্বিক হয়ে ওঠে— সমাজগতির এই রহস্য আমাকে অসামান্য সব জীবনকথার প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে চমকপ্রদ জীবনগুলির অনুসন্ধান আমার সাহিত্যসাধনার অঙ্গীভূত। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ঘটনাবহুল জীবনের এক একটি বাঁকে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের সমাজ জীবনকে চেনা যায়। সেই চেনার আগ্রহে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবন সংক্ষেপে সবার সামনে মেলে ধরবার প্রয়াস। গ্রন্থতীর্থ প্রকাশনার কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শংকরীভূষণ নায়ক Documents of the Communist movement in India-র পাঁচটি বিপুলায়তন বই নিজের সংগ্রহ থেকে আমাকে দিয়ে সাহায্য করেছেন। ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু শ্রী রাণা চ্যাটার্জি আমাকে নানা নথিপত্র দিয়ে সঠিক তথ্য জানতে উৎসাহ দিয়েছে। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের উপর বিস্তৃতভাবে গবেষণামূলক কাজের প্রয়োজন আছে। তাঁর দল সে কাজ করছেন বা করবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি সাধ্য মতো সঠিক তথ্যের মাধ্যমে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কর্মময় জীবনের অতি সংক্ষেপ একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। কবি কাজি নজরুল ইসলাম বলেছেন— "এমন আত্মভোলা, মৌনকর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা— সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কী করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবির দেশ নোয়াখালিতে, এই মোল্লা মৌলবির বাংলায় তা ভেবে পাইনে।" আমার ক্ষুদ্র জীবনকথাটি পড়ে যদি কেউ এই বিরাট বিপুল মানুষটির বৃহত্তর জীবনসাধনার কথা জানতে আগ্রহী হন তবে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

স্বপন মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

সাগরঘেরা সন্দ্বীপে মুজফ্‌ফর	১১
স্বদেশ ও রাজনীতির প্রতি আগ্রহ	১৭
জাতীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ	২২
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন	৩১
পেশোয়ার ষড়যন্ত্র/মস্কো ষড়যন্ত্র মামলা	৪০
নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ	৪৮
কৃষক-মজুর আন্দোলনে মুজফ্‌ফর	৫৮
মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা	৬৩
মেথর ও ঝাড়ুদারদের আন্দোলন	৭০
শ্রমিক আন্দোলনে মুজফ্‌ফর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	৭৪
স্বাধীনদেশে কমিউনিস্ট পার্টি	৯৯
তেভাগা আন্দোলন	১০৩
মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম	১১২
নকশালবাড়ি আন্দোলন	১১৮
গ্রন্থ-প্রকাশ	১২৭
স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম	১৩৩
রণক্লান্ত বিপ্লবীর অন্তিম শয্যা	১৩৯
জীবনপঞ্জি ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি	১৪২

।। সাগর ঘেরা সন্দ্বীপে মুজফ্‌ফর ।।

চারিদিকে কেবল জল আর জল। বেশ বড়োসড়ো দ্বীপ—সন্দ্বীপ। খাল-বিল-নদী-জল-জঙ্গলে ঘেরা প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা একটি শান্ত সুন্দর দ্বীপ। দ্বীপবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান এবং দরিদ্র। পূবে চট্টগ্রাম, উত্তরে নোয়াখালি। সাগরের অনেকটা পথ উত্তরে পাড়ি দিয়ে উড়ির চর, সেখান থেকে জলপথে নোয়াখালি। সে অবধি পৌঁছতে অনেক খরচ তাই সাধারণ গরিব মানুষ সন্দ্বীপকেই নিজের ভুবন বলে জানে। পড়াশোনার সুযোগ এ দ্বীপে তেমন নেই বললেই চলে। ছোটো ছেলেদের জন্য দূরে দূরে দু-একটি মাদ্রাসা স্কুল আছে। বাংলা এবং ইংরেজি প্রাথমিক স্কুলও আছে তবে তা অনেক দূরে, তাছাড়া সেখানে পড়তে অনেক খরচ। অথচ এই দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠেছে বহুকাল আগে থেকেই। দ্বীপের মধ্যে ছোটো একটি গ্রাম মুসাপুর। এই মুসাপুরে ১৮৮৯ সালে ৫ আগস্ট একটি মুসলমান দরিদ্র পরিবারে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জন্ম গ্রহণ করেন। সন্দ্বীপ তখন নোয়াখালি জেলার অন্তর্ভুক্ত পরে দ্বীপটি চলে আসে চট্টগ্রাম জেলার অধীনে। বাবা-মায়ের সব থেকে ছোটো সন্তান মুজফ্‌ফর। সে যখন জন্মায় তখন তার বাবা মনসুর আলির বয়েস বাষট্টি বছর, ফলে কাজকর্ম তেমন করতে পারেন না। মার নাম চুনাবিবি। ধর্মভীরু মুসলমান হয়েও বাবার মধ্যে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। আর পাঁচজন মুসলমান্ বালকের মতো ফারসি আর আরবি ছাড়া আর কিছু পড়া চলবে না এমন কোনো বাধ্যবাধকতা বাবার ছিল না। ছেলের পড়াশোনা শুরু হয় কোরান পাঠ দিয়ে তবে সেটা নিতান্তই ধর্মীয় নিয়ম রক্ষা। বাবা মুজফ্‌ফরকে মদনমোহন তর্কালংকারের শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ কিনে দিলেন। তাই "পাখিসব করে রব, রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল"—এই অনবদ্য বাংলা ছন্দের সঙ্গে,

পরিচিত প্রকৃতি জগতের মধ্যে প্রবেশ করল মুজফ্‌ফর। বাবা মনসুর আলি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী উদ্‌যোগী মানুষ। তাই সন্দ্বীপের ঐ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে থেকেও বাংলায় মোক্তারি পড়েছিলেন এবং সেই বিদ্যার জোরেই সন্দ্বীপের আদালতে আইনের ব্যবসা করতেন। তবে বৃদ্ধ বয়সে আর আদালতে যেতে পারতেন না। পারিবারিক অবস্থাও আর্থিক দিক থেকে খারাপ হয়ে পড়ে। তাই মুজফ্‌ফর যখন সন্দ্বীপ কার্গিল হাইস্কুলে বাংলা উচ্চ-প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়ছে তখনই তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। পয়সাকড়ির অভাবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল বলে পরিবারে কারও কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। ১৯০২ সালে সন্দ্বীপের মতো জায়গায় দরিদ্র মুসলমান পরিবারে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। মুজফ্‌ফর শান্ত, ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। পড়ার ও জানার তীব্র বাসনা কিন্তু পড়াশোনা যে বন্ধ হল তারজন্য তারও কোনো উদ্বেগ ছিল না। মনে মনে ভালো ইংরেজি স্কুলে পড়ার খুব বাসনা ছিল। কিন্তু তা সহজে হবার নয়।

সে সময় ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং নানা কুসংস্কার সমাজের মধ্যে বেশ প্রবলভাবেই ছিল, তাছাড়া সন্দ্বীপে মৌলবি আর মোল্লাদের তো অভাব ছিল না। মুজফ্‌ফরও ধর্মীয় সংস্কার সবই মেনে চলত। রমজান মাসের উপবাস করে পুণ্য অর্জনের মোহ তার ছিল। তাছাড়া পরিবার ও সমাজের বড়োরা যা পছন্দ করেন তার অন্যথা করে তাঁদের বিরাগভাজন হবার ইচ্ছেও তার ছিলনা। তবে ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অসহিষ্ণুতার তীব্র বিরোধী ছিল সে।

আরবি, ফারসির জ্ঞান ভালোই রপ্ত করেছিল বালক মুজফ্‌ফর। তাই অনায়াসেই মাদ্রাসায় সে ভর্তি হতে পারল। কম পয়সায় জ্ঞানার্জনের সুযোগ সে ছাড়তে নারাজ। যদিও মনে বড়ো ইচ্ছে ইংরেজি স্কুলের ভালো পঠন-পাঠনের সুযোগ পাওয়া। দাদাদের অবস্থা যে খুব খারাপ এমনটি নয়। তিন দাদাই মোটামুটি উপার্জন করতেন। একজন আদালতে উকিলের কেরানি, একজন শিক্ষক

এবং একজন জমিদারি এস্টেটের কর্মচারী। তাঁদের রোজগারপাতি মন্দ নয় তবে মুজফ্‌ফরকে আর্থিক সাহায্য করতেন তার শিক্ষক দাদা মকবুল আহ্‌মদ।

মুজফ্‌ফর নোয়াখালি জেলার এক মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেন। সে সময় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো তার নেশা ছিল। সেই নেশার বশেই জানা হত দেশকে আর নিজের দেশের মানুষকে। গরিব মানুষের মধ্যেও যে কত সরলতা এবং উদারতা আছে তা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেশ বুঝত মুজফ্‌ফর। সন্দ্বীপ থেকে অনেকদূরে বুড়িরচর গ্রাম। এই গ্রামে এসে দুটো পয়সা রোজগারের উপায় খুঁজতে থাকে মুজফ্‌ফর। উদ্দেশ্য পকেটে দুটো পয়সা পেলে সেই পয়সায় ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। রোজগারের একটা ব্যবস্থা হল সেই সঙ্গে থাকা-খাওয়ারও। পেটে যা সামান্য বিদ্যে তাকে মূলধন করেই উপার্জনের ব্যবস্থা। বুড়িরচর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে ঠাঁই হল। তারা দু ভাই আলিফ গাজি আর নীল গাজি। তাদের বাড়িতে ছোটো ছোটো ছেলেদের অ-আ-ক-খ শেখানোর চাকরি জুটল। সেই সঙ্গে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হল।

কিশোর বয়সেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা মুজফ্‌ফর নিজেই জুটিয়ে নিল। বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একা একা থাকে মুজফ্‌ফর— ছেলে পড়িয়ে দিন কাটে, আর যা উপার্জন হয় তা সযত্নে রেখে দেয়। উদ্দেশ্য, বাকেরগঞ্জ জেলায় একটা ভালো হাইস্কুলে ভর্তি হবে। দিন ভালোই কাটছিল। বাধ সাধলেন শিক্ষক দাদা মকবুল আহ্‌মদ। তিনি ভাই-এর খোঁজ করতে করতে বুড়িরচরে এসে উপস্থিত। অনেক খোঁজ করে ভাইকে তিনি পাকড়াও করলেন। ভাই জানাল বাড়ি ছেড়েছে পড়াশোনা করবে বলে; ফলে পড়ার সুযোগ না পেলে সে আর বাড়ি যাবে না। বেশ, দাদা রাজি হলেন। ভাইকে তিনি সন্দ্বীপের কার্গিল হাইস্কুলে ভর্তি করবেন এবং তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করবেন।

দাদা কথা রাখলেন। ১৯০৬ সালে, মুজফ্‌ফরকে তিনি কার্গিল হাইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু এখন তো মুজফ্‌ফর বেশ বড়ো হয়েছে। ১৭ বছর বয়েস ফলে এখন কি আর স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়া সম্ভব? সহপাঠীরা বয়সে ছোটো, তারা তো তাকে নিয়ে রগড় করবেই। কিন্তু মুজফ্‌ফর যা আশঙ্কা করে ভয় পাচ্ছিল তেমন কিছুই হল না। আসলে মুজফ্‌ফরের শান্ত, মিষ্টি স্বভাব সবারই মন কেড়ে নিল। ক্লাসে সবাই তাকে ভালোবাসে। সব থেকে বড়োকথা সে পড়াশোনায় খুব ভালো। ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ আগে না পেলেও মুজফ্‌ফর নিজের মনের তাগিদে অনেক বই পড়েছে। তাই বাংলায় সে খুব ভালো। নানা বিষয়ে তার ব্যুৎপত্তি আছে ফলে স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাকে ভালোবাসে। ইতিহাস মুজফ্‌ফরের খুব প্রিয় বিষয়। ইতিহাস চর্চা কেবল ইতিহাস বই পড়ে নয়; নানা পত্রপত্রিকার প্রবন্ধ পড়েও তার মধ্যে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহল মেটে। মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস তার বিশেষ আগ্রহের বিষয়। তবে সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে গেলে ইংরেজি বই পড়া প্রয়োজন। আর ভালো ইংরেজি বই পড়ে বুঝতে হলে দরকার ভালো ইংরেজি জ্ঞান। সে নিজে নিজেই ইংরেজি চর্চা করতে থাকে। ইতিমধ্যে সে সন্দ্বীপের এস.এম.আবদুল আহাদের সংস্পর্শে এল। তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করেন ফলে তাঁর পড়াশোনার পরিধি বেশ ব্যাপ্ত। তাঁরই পরামর্শে মুজফ্‌ফর ভালো কয়েকটি ইংরেজিতে লেখা মুসলমান ইতিহাসের ঐতিহ্য সম্পর্কে বই সংগ্রহ করে পড়াশোনা আরম্ভ করে। মূলত প্রবন্ধমূলক তথ্যনিষ্ঠ বইপত্র পড়ার ফলে প্রবন্ধ সম্পর্কে মুজফ্‌ফরের একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। নিজের জীবনে যখন সাংবাদিকতা করেছেন তখন এই প্রবন্ধপ্রীতি এবং নানা বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল বেশ কাজে লেগেছিল। তবে শুধু প্রবন্ধ নয়, সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে তাঁর পড়বার নেশা ছিল। এক সময় বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি পড়তে শুরু করেন। উপন্যাসগুলি

পড়ে উত্তীর্ণ-কৈশোর মুজফ্‌ফরের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। উপন্যাসগুলির সাহিত্য গুণ যেমন প্রশংসনীয় তেমনি তার মধ্যে উগ্র হিন্দুত্বের ছোঁয়া স্পষ্ট। মুসলমান বিদ্বেষ উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রকট বলেই মনে হয় মুজফ্‌ফরের, তাই সেগুলি সব পড়বার মতো মানসিকতা তার ছিল না। এই সময়টায় সমস্ত বাংলায় একটা জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু বাঙালির মধ্যে এক চরম বিক্ষুব্ধ মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। দানা বেঁধে উঠেছে সহিংস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বাঙালি বিপ্লবীদের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে প্রাণিত করছে। এদিকে এই আন্দোলন সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানরা উদাসীন। প্রথম যৌবনের উষালগ্নে মুজফ্‌ফর নিজেও কিছুটা দ্বিধান্বিত। এই আন্দোলনের মধ্যে বাঙালির ধর্মীয় বিভাজন উপেক্ষণীয় নয়। মুজফ্‌ফর ভাবতে থাকেন এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা কতখানি।

১৯১০ সালে কার্গিল হাই স্কুলে থেকে মুজফ্‌ফর নোয়াখালি চলে আসে। সেখানে নোয়াখালি জেলা সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ হল। ভালো স্কুল, ভালো পড়াশোনার সুযোগ। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকে মুজফ্‌ফর। বয়েস বেশি, তবু এই বেশি বয়সে পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফল করতে হবে। প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে জিলা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করল মুজফ্‌ফর। ইতিমধ্যে তাকে একটি পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ১৯০৭ সালে সে হাফেজাকে বিয়ে করে। হাফেজা হল বেগম হাফেজা আহ্‌মদ। তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। বিয়ে করলেও মুজফ্‌ফর ঘর-সংসারের বাঁধনে কোনোদিন আটকে পড়েননি। সরোজ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণায় লিখেছেন মুজফ্‌ফর নাকি বলতেন—"মুরুব্বিরা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, বিয়ে কোনোদিন আমায় ঘর-সংসারে বাঁধতে পারেনি।... ছাপাখানা, কাগজ ও বই-এর